১২ দিন পর থানায় মামলা, প্রধান আসামি নুর ইসলাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা বাজারে সালিশের নামে এক গৃহবধূকে প্রকাশ্যে মারধর, শ্লীলতাহানি ও নির্যাতনের ভাইরাল ঘটনায় অবশেষে মামলা হয়েছে। ঘটনার ১২ দিন পর গতকাল বুধবার গাংনী থানায় ভুক্তভোগী আলপনা খাতুনের এজাহারের ভিত্তিতে মামলাটি রেকর্ড করা হয়। মামলায় স্থানীয় বিএনপি নেতা নুর ইসলামসহ পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার বাদী আলপন খাতুন। মামলায় নুর ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন, সিদ্দিক আলী, জালাল আলী ও রাজু আলীকে আসামি করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে বাড়িতে প্রবেশ, মারধর, শ্লীলতাহানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ২৪ মে সকালে নিজ বাড়িতে অবস্থানকালে আলপনা খাতুনকে গালিগালাজ করতে করতে তার বাড়িতে প্রবেশ করেন অভিযুক্তরা। তিনি প্রতিবাদ করলে সংঘবদ্ধভাবে তার ওপর হামলা চালানো হয়। একপর্যায়ে তাকে মাটিতে ফেলে কিল-ঘুষি ও লাথি মারা হয় এবং শ্লীলতাহানি করা হয়। তাকে রক্ষা করতে গেলে তার ছেলে বেল্লাল হোসেনকেও মারধর করা হয়। হামলার সময় তার গলায় থাকা প্রায় ৪০ হাজার টাকা মূল্যের একটি স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগও করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পরপরই নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে এক নারীকে প্রকাশ্যে মারধরের দৃশ্য দেখা যায়। ভিডিওটি ভাইরাল হলে এলাকাজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ওঠে।

ভুক্তভোগীর পরিবারের দাবি, ঘটনার দিন আলপনা খাতুন একটি ধর্ষণ মামলার হাজিরা দিতে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে স্থানীয়ভাবে সালিশের নামে নির্যাতন করা হয়। পরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করা হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি বেশ কয়েকদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন।

পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দিলেও তাৎক্ষণিকভাবে মামলা নেওয়া হয়নি। দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবশেষে বুধবার গাংনী থানায় মামলাটি রেকর্ড হয়।

এদিকে নুর ইসলামের বিরুদ্ধে এর আগেও প্রভাব খাটানো ও নারী নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। কয়েক মাস আগে এক ধর্ষণ মামলার বাদীকে আদালতে যেতে বাধা দেওয়া, আটকে রেখে মারধর ও নির্যাতনের অভিযোগেও তিনি আলোচনায় আসেন। তবে ওই সময় তিনি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন।

গাংনী থানার পুলিশ জানিয়েছে, মামলাটি রেকর্ড করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়গুলো তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঘটনাটি নিয়ে এলাকাজুড়ে এখনো আলোচনা চলছে। ভাইরাল হওয়া নারী নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

গাংনীতে গ্রাম্য সালিশে একজনকে নির্যাতন ঘটনায় ৩ মাতব্বর গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীর বানিয়াপুকুর গ্রামে চুরির অপবাদে গ্রাম্য সালিশে বিচার করে জুবায়ের হোসেন (৪০) নামের একজনকে বেদম মারপিট করে রক্তাক্ত জখম করা হয়েছে এবং এক লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

নির্যাতনের শিকার জুবায়ের হোসেন ষোলটাকা গ্রামের আইয়ুব হোসেনের ছেলে। আহত জুবায়ের হোসেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জুবায়ের বাদী হয়ে ৮জনকে নামীয় ও আরো

১০/১২ জনকে অজ্ঞাত আসামী করে গাংনী থানায় মামলা করে। গাংনী থানা পুলিশ গ্রাম্য মাতব্বর শরিয়তসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। অন্যান্য দুজন আসামী হচ্ছেন- শহিদুল ইসলাম ও রাশেদুল ইসলাম বিদ্যুত। তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

আহত জুবায়ের হোসেন জানান, তিনি সোমবার রাতে বানিয়াপুকুর গ্রামের পাশে নিজ পুকুর পাড়ে মাছ পাহারা করছিলেন। এসময় গ্রামের মাহাতাব আলীর ছেলে আলাল, আচেল উদ্দীনের ছেলে রবিউল ও মোজাফের ছেলে আজাম্মেল ওই জুবায়ের হোসেনকে বেধড়ক মারপিট করে। এতে জুবায়ের হোসেনের দুই পা হাত ও পিঠে জখম হয়। পরে তারা জুবায়েরকে প্রাইমারী স্কুলের একটি কক্ষে আটক রাখে।

মঙ্গলবার সকালে হেমায়েতপুর ক্যাম্প পুলিশের উপস্থিাতিতে সালিশ বৈঠকের ডাক দেয়া হয়। সালিশে জুবায়েরকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ৩০০ টাকা মুল্যের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে মুচলেকা নেয়া হয়। সেই সাথে এক লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। মারাত্মক আহত জুবায়েরকে তার পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

বানিয়াপুকুর গ্রামের প্রধান মাতব্বর শরিয়ত জানান, গ্রামের লোকজন জুবায়েরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ধরে বিচার সালিশ বসিয়েছে তাই সামাজিক ভাবে তার বিচার করা হয়েছে। গ্রাম্য বিচারে আদায়কৃত টাকা কী কাজে ব্যবহার করা হবে জানতে চাইলে তিনি সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হবে বলেও জানান তিনি। সালিশীতে একলাখ টাকা জরিমানা করতে পারে কি না? এমন প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

ষোলটাকা গ্রামের সাবেক মেম্বর ময়নাল হক জানান, তিনিসহ ষোলটাকা গ্রামের লোকজন জুবায়েরকে নিতে এসেছিলাম কিন্তু বানিয়াপুকুর গ্রামের সমাজপতিরা জুবায়েরকে না দিয়ে জরিমানা করেছে এবং মুচলেকা লিখে নেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকার পরও কিভাবে সালিশের নামে মারধর করে তা বোধগম্য নয়। সমাজপতিরা যে মোটা টাকা জরিমানা করেছে তা সম্পুর্ণ অবৈধ।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, জুবায়ের হোসেনের দায়ের করা মামলাটি আমলে নিয়ে ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় ইতোমধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছেন। আসামীদেরকে বুধবার দুপুরে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়। অন্যান্য আসামীদেরকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলেও জানান ওসি।

জরিমানার টাকা মেম্বরের পকেটে!

বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে গ্যাড়াকলে পড়েছেন টিপু মিয়া (১৮) নামের এক কলেজ ছাত্র। শারীরিক নির্যাতন ছাড়াও অবৈধভাবে গ্রাম্য সালিশ ডেকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে জরিমানার পুরো টাকা স্থানীয় ইউপি মেম্বর বাবলু কাশেম পকেটস্থ করেছেন।

ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনীর কুলবাড়িয়া গ্রামে গেল বৃহস্পতিবার দুপুরের। টিপু মিয়া ওই গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে ও গাংনী সরকারী কলেজের একাদশ শ্রেণির ২য় বর্ষের ছাত্র। সালিশকাররিা বলছেন ওই টাকা সমাজের উন্নয়নে কাজে লাগানো হবে।

জানা গেছে, টিপু মিয়া বৃহস্পতিবার প্রতিবেশি বন্ধু উজ্জ¦ল হোসেনের বাড়িতে গেলে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে টিপুকে মারধর শুরু করেন। জিবন বাঁচাতে পালিয়ে যায় টিপু। ওই দিন সন্ধায় টিপুর নামে গ্রাম্য সালিশ বসে । টিপুর বিরুদ্ধে উজ্জ্বলের স্ত্রীকে উত্যক্ত করার অভিযোগ আনা হয়। সালিশে নের্তৃত্ব দেন সাহারবাটি ইউপির ৬ নং ওয়ার্ডের সদস্য বাবলু কাশেম। অন্যান্য সদস্যরা হলেন, ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি হারুর অর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক মকলেচুর রহমান ও সাবেক ইউপি সদস্য জিয়াউল ইসলাম। এসময় সমাজ পতিরা টিপুকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

টিপুর পিতা আমজাদ হসেন বলেন, আমার ছেলে ও উজ্জল হোসেন একই সাথে বড় হয়েছে। দুজনই সব সময় চলাফেরা করে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উজ্জল মোবাইল করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায় আমার ছেলে টিপুকে। তার মোবাইল ফোন ভেঙ্গে মারধর করে উজ্জল ও তার পরিবারের লোকজন। পরে বিকালে গ্রাম্য শালিশে ডেকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করে। আমি খুবই গরিব মানুষ অন্যের বাড়ি থেকে ধার করে ৪০ হাজার টাকা মাতব্বরদের হাতে দিয়ে হাতে পায়ে ধরে আমারে ছেলেকে বাড়ি নিয়ে আসি।

উজ্জলের পরিবারের সাথে কথা বলতে চাইলে উজ্জলের মা বলেন, সামান্য একটু সমস্যা হয়েছিল। পরে গ্রামের মাতব্বররা মিমাংসা করেছেন। জরিমানার টাকা কি করবে তা আমরা জানিনা। তবে সমাজের উন্নয়ন হবে

বলে জানতে পারি।

স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি হারুন অর রশিদ বলেন, টিপু উজ্জলের স্ত্রীকে বিয়ে করার জন্য উজ্জলের বাড়িতে গিয়ে বসে ছিল। পরে তাকে বিচারের আওতায় এনে সামাজিকভাবে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। উক্ত টাকা স্থানীয় ইউপি সদস্য বাবলু কাশেমের কাছে রাখা আছে।

ইউপি সদস্য বাবলু কাশেম বলেন, সমাজের মাতব্বররা যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সে অনুযায়ী টিপুকে দোষী ভেবে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। উক্ত টাকায় সমাজের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।

এ ব্যাপারে সাহারবাটি ইউনিয়নের বীট পুলিশিং কমিটির পরিচালক এসআই রাজ্জাক জানান, গ্রামে কোন রকম সালিশ করার বিধান নেই। বিশেষ করে নারী নির্যাতনের ঘটনায়। আবার কোন জরিমানারও বিধান নেই। ইউপি মেম্বর যেটা করেছেন সেটা নিয়ম বহির্ভুত।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। ভুক্তভোগী পরিবার অভিযোগ করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।